শিক্ষার হেরফের

শিক্ষার হেরফের প্রবন্ধটিতে কবিগুরু আমাদের দেশের বঙ্গসাহিত্যের বিভিন্ন অপারগতা,অভাব,ত্রুটি সম্পর্কে বলেছেন। এমনকি শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পর্কেও বলা হয়েছে।

একজন সুশিক্ষিত মানুষই পারেন দেশকে সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে এবং দেশকে উন্নত করতে। ছোটবেলা থেকেই একটি শিশুকে বোঝানো হয় শিক্ষা জাতির মেরুদন্ড ।
কিন্তু সেই শিক্ষায় যদি নিজেকে সুশিক্ষিত করতে না পারা যায় তখন বলা যায় না যে শিক্ষা সত্যিই জাতির মেরুদন্ড ।যেখানে ছোটবেলা থেকেই শিক্ষার্থীদেরকে মেরুদন্ড সোজা করে দীর্ঘক্ষণ শ্রেণীকক্ষে থাকতে থাকতে ক্লান্ত হয়ে যায় , তখন শিক্ষার্থীর প্রয়োজন হয় একটু বিশ্রামের অথবা একটু প্রশান্তির কিন্তু তার ব্যাবস্থা নেই সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে । তখন সেই শিক্ষা টা হয়ে যায় জোর পুর্বক । তাই তখন শিক্ষার্থী সুশিক্ষিত হতে পারে না । প্রয়োজনের খাতিরে বিদেশী ভাষা রপ্ত করা আমরা শিখেছি , কিন্তু সেই ভাষা দিয়ে আমাদের মনের ভাব প্রকাশ করতে আমরা পারছি না । সঠিক শিক্ষা অথবা শিক্ষাব্যবস্থা বিবেচনা করাটা অনেক মুশকিল ।ছোটবেলা থেকে শিক্ষার সাথে আমাদের কোন আনন্দ নাই । যা নিতান্ত আবশ্যক তাই রপ্ত করসি। কিন্তু একটা শিক্ষার্থীকে মুল্যায়ন করা কি এত সহজ , নবম শ্রে ণীতে উঠার পড়ে বিভাগ হয়ে যায় শিক্ষার্থীদের মাঝে আর সেই বিভাগ বিভাজিত শিক্ষার্থীদের ইচ্ছার অথবা পারদর্শিতার উপরে বিবেচনা না করে বিবেচিত হয় তার অভিভাবকের সিদ্ধান্তে , শিক্ষকের যুক্তির উপরে । যখন সে এই বিষয়ে অপারগ হয়ে যায় তখন তাকে দুর্বল ভাবা কখনো এটা বলা হয় না যে অন্য বিভাগের পড়ালে হয়ত তার পারদর্শিতা ছিলো । পারদর্শিতা থাকলেও তখন বিভাগ পরিবর্তনের মাধ্যমও এই শিক্ষাব্যবস্থার মতোই জটিল ।

ছোটবেলা থেকেই পড়া মুখস্ত করতে করতে শিক্ষার্থীরা হারিয়ে ফেলে তাদের চিন্তাশক্তি , চেতনা । তখন আর মুখস্ত করা ছাড়া আর কিছুই তারা করতে পারে না । তাদের হাতে কোন শখের বই দেখলে অভিভাবকেরা তা ছিনিয়ে নিতে চান । বাঙালি ছেলেদের ছোটবেলা থেকেই ব্যকরণও অভিধান গুলির মধ্যে নিজেদের ব্যস্ত থাকতে হয় যেখানে অন্যদেশের ছেলেরা আনন্দে দিন যাপন করে । বাঙালি ছেলেরা পড়া মখুস্থ করে পাশের পড়া পড়ে দিশেহারা হয়ে পড়ে । তারা পারে না স্বাধীনভাবে খেলতে , পড়তে পারে না । ফলে মানসিক দিক থেকে তারা পরিপক্কতা লাভ করতে পারে না শিক্ষার্থীরা এমএ পাস করে কিন্তু সাথে সাথে তাদের বুদ্ধির বিকাশ ঘটে না । বাল্যকাল থেকেই আমাদের শিক্ষার সঙ্গে আনন্দ মিশ্রিত নেই আমরা আবশ্যক তাই কন্ঠস্থ করে থাকি । এতে সাময়িক আজ হয়ত চলে যায় , কিন্তু প্রকৃত বিকাশ সাধিত হয় না । শিক্ষার্থীরা যদি আনন্দ সঙ্গে এসে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে তবে তার প্রাণশক্তি , ধারণ শক্তি , চিন্তাশক্তি বেশ সহজ এবং স্বাভাবিক নিয়মে চলে ।

বাল্যকাল থেকে চিন্তা ও কল্পনার চর্চার না করলে কাজের সময় বিপাকে পড়তে হয় ।
চিন্তাশক্তি এবং কল্পনাশক্তি জীবনযাত্রা নির্বাহের পক্ষে দুইটি অত্যাবশ্যক শক্তি, তাহাতে আর সন্দেহ নাই | তাই জীবনে ভালো করতে হলে ছোটবেলা থেকে চিন্তাশক্তি এবং কল্পনাশক্তির উপর জোর দিতে হবে।
ভাষার সাথে যদি ভাবের শিক্ষা হয় এবং ভাবের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত জীবনযাত্রা নিয়মিত হতে থাকে তবে আমাদের সমস্ত জীবনের মধ্যে একটা যথার্থ সামঞ্জস্য স্থাপিত হবে ।

তাই শিশুকাল থেকেই আমাদের মুখস্তবিদ্যার উপর সময় না দিয়ে চিন্তাশক্তি এবং কল্পনাশক্তি,ভাব শিক্ষার উপরও জোর দিতে হবে যাতে আমাদের জীবন স্বাভাবিক ভাবে চলতে পারে।
তো এইসব ভুল সংশোধন করতে পারলে আমরা আমাদের জীবনের স্বার্থকতা খুঁজে পাব।
আমাদের এই হেরফের ঘুচিলেই আমরা উন্নত জাতি হিসেবে পৃথিবীর বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবো। তাই কবি বলেছেন ,

পানীমে মীন পিয়াসি
শুনত শুনত লাগে হাসি

Esrat Jahan Jame
Id: 221-35-920
Section: C